بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৭ই অক্টোবর, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনার এ পর্যায়ে তাবূকের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন এবং পরিশেষে রাবওয়ায় গুলিবিদ্ধ আহমদী সদস্যদের আশু আরোগ্যের জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, তাবূকের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা উল্লেখ করেছিলাম। আজ এ বিষয়ে আরো বিশদ বিবরণ তুলে ধরবো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাবূকের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) মদীনায় হিজরত করে আসার পর খাযরাজ গোত্রের এক ব্যক্তি **আবু আমর মাদানী** মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিল আর ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে তার নিয়মিত উঠাবসা ছিল। মক্কাবিজয়ের পর সে ভাবতে থাকে, ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করতে হলে নতুন কোনো ফন্দি আঁটতে হবে। তাই সে নিজের নাম ও অবয়ব পরিবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী কূবা গ্রামে এসে বসবাস আরম্ভ করে আর অনেক বছর মদীনায় না আসার কারণে লোকেরাও তাকে চিনতে পারছিল না। মহানবী (সা.)-এর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর মদীনার মুনাফিকদের সাথে মিলে সে এই যোগসাজশ করে যে, সে আরবের বিভিন্ন খ্রিষ্টান গোত্রকে এবং সিরিয়ায় গিয়ে খ্রিষ্টান শাসককে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে এবং তাদেরকে মদীনায় আক্রমণের জন্য উস্কে দিবে আর অপরদিকে মুনাফিকরা এ সংবাদ ছড়িয়ে দেবে যে, সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী মদীনায় আক্রমণ করতে আসছে।

এ সংবাদ শুনে মহানবী (সা.) চিন্তা করেন, রোম সাম্রাজ্যের মোকাবিলা করতে যদি বিলম্ব হয়ে যার আর তারা যদি এসে মদীনায় আক্রমণ করে বসে তাহলে মুসলমানরা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তিনি (সা.) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আমরা তাদের এলাকায় গিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করবো। অন্যান্য বার তো তিনি (সা.) সাধারণত যুদ্ধ পরিকল্পনার বিষয়টি গোপন রাখতেন, কিন্তু এবার তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন আর পথের কাঠিন্য ও দূরত্ব এবং শত্রুসংখ্যার আধিক্য সম্পর্কেও পূর্বেই সবাইকে অবগত করেন। কেননা, সে বছর দূর্ভিক্ষের বছর ছিল, খাদ্যসরবরাহ কম ছিল, পাথেয়ের পরিমাণ অল্প ছিল, তাপমাত্রা অধিক ছিল এবং ফসল কাটার মৌসুম ছিল, কিন্তু যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীরা অন্য কোনো কিছু না ভেবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন।

এরূপ অভাব-অনটনের সময় যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ যে খরচাদি প্রয়োজন ছিল তার জন্য মহানবী (সা.) সাহাবীদের কাছে আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানান। তাঁরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন। তাদের মাঝে সর্বাগ্রে ছিলেন, **হযরত আবু বকর (রা.)**। তিনি (রা.) যখন নিজের সম্পদ মহানবী (সা.)-এর সমীপে পেশ করেন তখন তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি ঘরে কিছু রেখে এসেছ কি-না? উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-কে রেখে এসেছি। এভাবে তিনি ঘরের সব কিছু কুরবানী করে দেন। **হযরত উসমান (রা.)** অনেক বড় কুরবানী করেন। এক বর্ণনানুযায়ী, তিনি (রা.) তিনশ' উট হাওদাসহ প্রদান করেন। অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি (রা.) এক হাজার দীনারও প্রদান করেছিলেন। এছাড়া এ বর্ণনা রয়েছে, তিনি (রা.) এক হাজার উট এবং সত্তরটি ঘোড়া প্রদান করেছিলেন। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি যুদ্ধের সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন। যাহোক, মহানবী (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, **উসমানের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের জন্য**

কোনো জবাবদিহিতা হবে না। আরেক বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) দোয়া করেন, **আজ উসমান যা করেছে এর কারণে সে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)**-র বদান্যতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একশ', মতান্তরে দুইশ' উকিয়া রৌপ্য প্রদান করেছিলেন। এক বর্ণনানুযায়ী তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমার কাছে আট হাজার দিরহাম ছিল, আমি চার হাজার দিরহাম আপনার সমীপে উপস্থাপন করছি। মহানবী (সা.) বলেন, **যে সম্পদ তুমি পরিবারের জন্য রেখে এসেছো আর যা তুমি দান করেছো এর পুরোটাতেই আল্লাহ্ কল্যাণ দান করুন।** এভাবে মহানবী (সা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বড়ো অংকের কুরবানী করা সাহাবীদের মধ্যে হযরত আসেম বিন আদী, হযরত আব্বাস বিন আব্দিল মুত্তালিব, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্, হযরত সা'দ বিন উবাদা এবং হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। হুযূর (আই.) এ স্থানে আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় জামা'তের সদস্যরাও আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে থাকেন। আমি প্রায় সময়ই এ ঘটনা উপস্থাপন করে থাকি যে, অনেকে বাস্তবিক অর্থে তার কাছে যা কিছু না থাকা সত্ত্বেও তাদের সর্বস্ব কুরবানী করে দেয়। ধণাঢ্য ও সম্পদশালীদের উচিত নিজেদের সামনে হযরত আবু বকর, উমর এবং উসমান (রা.)-র দৃষ্টান্ত রাখা। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের অনেক সম্পদশালী সদস্যও এ ধরনের কুরবানী করছেন।

যাহোক, স্বচ্ছল সাহাবীদের পাশাপাশি দরিদ্র ও অসহায় সাহাবীরাও সামর্থ্যানুযায়ী আর্থিক কুরবানী করেছেন। অনেকে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে কুরবানী পেশ করেছেন। তারা বাহন, তরবারি এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করেছেন। অনেকে এক-দুই মুষ্টি শস্য এনে পেশ করেছেন। মুনাফিকরা তাদের কুরবানীর এ মান দেখে হাসিঠাট্টাও করেছে যে, এক মুষ্টি শস্য দান করে রোমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে! এছাড়া কতক সাহাবী (রা.) স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সেবা করেছেন। হযরত আবু আকীল (রা.) সারা রাত কূপ থেকে পানি উত্তোলন করে দুই সা, অর্থাৎ পাঁচ কেজি খেজুর উপার্জন করেন আর এখান থেকে এক সা খেজুর পরিবারের জন্য রেখে বাকি এক সা খেজুর মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন। নারী সাহাবীরাও নিজেদের অলংকারাদি দান করে কুরবানীতে অংশ নিয়েছিলেন।

হুযূর (আই.) বলেন, অপরদিকে মুনাফিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ চেষ্টা করছিল এবং মুসলমানদের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে যুদ্ধে যেতে বাধা প্রদানের চেষ্টায় রত ছিল, কিন্তু নিষ্ঠাবান সাহাবীদের হৃদয়ে এর কোনো প্রভাব পড়ে নি। মুনাফিকরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে যুদ্ধে না যাওয়ার অজুহাত প্রদর্শন করলে তিনি (সা.) তাদেরকে অনুমতি দেন, কিন্তু পবিত্র কুরআন সূরা তওবায় তাদের পর্দা উন্মোচন করেছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **এটি যদি কোনো তাৎক্ষণিক লাভের ব্যাপার হতো এবং সফরও সংক্ষিপ্ত হতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করতো, কিন্তু সফরের ব্যবধান তাদের নিকট দীর্ঘ প্রতীয়মান হলো। তথাপি নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, 'যদি আমাদের সাধ্য থাকত তাহলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে বের হতাম।' তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করছে; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করে দিয়েছেন। তুমি কেন তাদেরকে অনুমতি দিলে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার নিকট তাদের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যেত যারা সত্য বলছে এবং তাদেরকে তুমি চিনতে পারতে— যারা মিথ্যাবাদী? যারা আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা হতে (বিরত থাকতে) তোমার নিকট অনুমতি চায় না। বস্তুত আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালোভাবে জানেন। তোমার নিকট অনুমতি কেবল**

তারাই চায় যারা আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে না, প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃদয়সমূহ সন্দেহপূর্ণ, ফলে তারা তাদের সন্দেহে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তারা যদি বের হওয়ার সংকল্প করে থাকত তাহলে তারা এর জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করত; কিন্তু তাদের অগ্রসর হওয়াকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন নি। (সূরা তওবা: ৪১-৪৮) অতএব, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করে দিয়েছেন।

এর অবশিষ্ট ঘটনা আগামীতে বর্ণনা করার কথা উল্লেখ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) রাবওয়ার মসজিদে সন্ত্রাসী হামলায় আহত আহমদী সদস্যদের জন্য দোয়ার তাহরীক করে বলেন, যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন তাদেরকে পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করেন। আল্লাহ্ তা'লা সকল ভবিতব্য বিপদাপদ থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। বর্তমানে তিনজন খোদ্দাম গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আর অবশিষ্ট পাঁচজনকে চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সেখানে আরও কিছুদিন চিকিৎসা চলতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে আশু পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য দান করুন এবং ভবিষ্যতে জামা'তের সদস্যদের সব ধরনের মন্দ বিষয় থেকে সুরক্ষিত রাখুন।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) মার্শাল আইল্যাণ্ডের মরহুম জনাব সাম আলী নায়না সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন। সম্প্রতি তিনি পূর্বে ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। ১৯৮০ সালে বয়আত গ্রহণের পর তাকে অনেক বিরোধিতার সম্মুখিন হতে হয়েছে, কিন্তু তিনি সাহসিকতার সাথে ঈমানে সুদৃঢ় ছিলেন। পার্লামেন্টে এক সিনেটর ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ ধর্ম আখ্যায়িত করে বিরোধিতা করায় তিনি সাহসিকতার সাথে জাতীয় পত্রিকায় লিখেন, আমরা আহমদী মুসলমান আর আমাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই। মরহুম সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তবলীগে উদ্দীপনা রাখতেন, জামা'তের কাজে সহযোগিতা করতেন, ধর্মের জন্য নিবেদীতপ্রাণ পুণ্যবান বুযূর্গ ছিলেন। মার্শাল আইল্যাণ্ড ছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি দ্বীপে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠায় মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। হুযূর (আই.) মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি, ক্ষমা ও উন্নত পদমর্যাদা লাভের জন্য দোয়া করেন এবং তার বংশে যারা এখনো আহমদীয়াত গ্রহণ করেন নি তাদের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভের জন্য দোয়া করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)